28

আজকের কাগজ

তারিখ ... 19 JUL 1994 ..
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৮

# নিপীড়িতের জন্য শিক্ষাতত্ত্ব

ব্রাজিলের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং দার্শনিক পাওলো ফ্রেইরীর 'নিপীড়িতদের জন্যে শিক্ষাতত্ত্ব' (Pedagogy of the Oppressed) বইটি ষাটের দশক থেকে বিশ্বের উন্নয়ন কর্মীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ফ্রেইরী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষমতা জাগিয়ে তোলাকেই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, প্রচলিত শিক্ষার সকল সুযোগ ভোগ করে ক্ষমতাবান শ্রেণী স্বৈরশক্তিতে পরিণত হয়। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার বিধান পত্র দেয়। তারা জনগণকে বোঝাতে থাকে যে, তোমরা অশিক্ষিত, তাই তোমরা কিছুই জান না। আর উন্নয়নের সব কলা- কৌশল আমরা জানি। আমাদের বিধানপত্র অনুযায়ী চললে তোমাদের উন্নয়ন হবে। যুগ যুগ যাবত বিধানপত্রের এ রকম ভাষ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে নিস্পৃহতা ও নির্লিপ্ততা তৈরি করে। তারা নিজেদেরকে ক্ষমতাহীন মনে করতে থাকে।

ক্ষমতাবান শ্রেণীর কাছে নিজেদের জীবন সপে দেয়াকেই তারা দায়িত্ব বলে মনে করে। তাদের মধ্যে জন্ম নেয় অদৃষ্টবাদিতার অচলায়তন। মানুষ এই অবস্থায় তার নিজেদের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে পারে না। বিদ্যমান অবস্থাকে সে তার অদৃষ্টের লিখন হিসেবে মেনে নেয়। ক্ষমতাবানদের শোষণ ও বঞ্চনা প্রক্রিয়া সে অবলোকন করে নীরব থাকাকে শ্রেয় মনে করে, প্রতিকারে ব্রতী হয় না। ফ্রেইরী এই অবস্থাকে স্তব্ধতার সংস্কৃতি (Culture of silence) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, ভুক্তভোগী মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং প্রতিকারের জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়, তাহলে এই শোষণ ও বঞ্চনার অবসান হবে।

ফ্রেইরী প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাংক পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছে যে, সুবিধাবাদী শ্রেণী সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ককে নিজেদের চিন্তা চেতনাকে লালনের আধার মনে করে। এই শিক্ষা পদ্ধতি মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে প্রভুত্বমূলক মানসিকতার জন্ম দেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সব কিছু মেনে নিতে উৎসাহী করে। তাই, এই শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেয়া সম্ভব নয়। তিনি তাই এমন এক শিক্ষা পদ্ধতির সাথে পরিচিত করেছেন যা মানুষকে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করে। এই পদ্ধতিতে মানুষ প্রতিটি সমস্যাকে তার পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়। অন্যের দেয়া বিধান পত্র দ্বারা সে পরিচালিত হয় না। ফ্রেইরী, এই শিক্ষাকে প্রচেতনীকরণ (Concientization) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। চলবে।

**তাঁর মতে, প্রচলিত শিক্ষার সকল সুযোগ ভোগ করে ক্ষমতাবান শ্রেণী স্বৈরশক্তিতে পরিণত হয়। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার বিধান পত্র দেয়। তারা জনগণকে বোঝাতে থাকে যে, তোমরা অশিক্ষিত, তাই তোমরা কিছুই জান না। আর উন্নয়নের সব কলা- কৌশল আমরা জানি। আমাদের বিধানপত্র অনুযায়ী চললে তোমাদের উন্নয়ন হবে। ফ্রেইরী প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাংক পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছে**

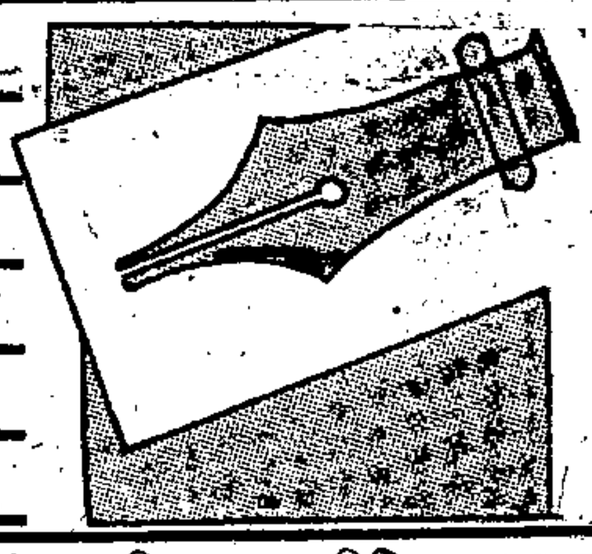

□ আ,ন,ম হাবীবুর রহমান